# বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ

লৌকিক মতে আত্মা নিত্য, শাশ্বত, সনাতন এক অপরিবর্তনীয় সত্তা, যা দেহের বিনাশে বিনষ্ট হয় না এবং যার দেহ থেকে দেহান্তরে গমনের নাম মৃত্যু। উপনিষদে আত্মা সম্পর্কে অনুরূপ মন্তব্য করে বলা হয়েছে -

নজায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঃ অয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

অর্থাৎ আত্মা জন্ম-মৃত্যু রহিত, ইনি সৎরূপে সদাবিদ্যমান। শরীর হত হলে ইনি হত হন না। উপনিষদে আরো বলা হয়েছে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ এবং দেহ থেকে পৃথক এর অস্তিত্ব। সাংখ্য ও অদ্বৈত বেদান্তীগণ উপনিষদীয় আত্মতত্ত্বের পরিবর্তনের পক্ষপাতী নন। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ প্রমুখ উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব স্বীকার করলেও তাঁরা বলেন আত্মা চৈতন্যস্বরূপ নয়, চৈতন্যগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ চৈতন্য আত্মার আগন্তুক গুণ। আবার জড়বাদী চার্বাকগণ উক্ত মতগুলির বিরোধিতা করে বলেন, চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহ জড় এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন বলে আত্মাও জড় ও জন্ম-মৃত্যুর অধীন।

বৌদ্ধ সমসাময়িককালে সমাজে প্রচলিত উপরোক্ত দুটি আত্মতত্ত্বের বিরোধীতা করে বৌদ্ধগণ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তাঁরা বুদ্ধ প্রবর্তিত প্রতীত্যসমুৎপাদবাদ ও অনিত্যবাদ অনুসরণ করে যেমন উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব অস্বীকার করেছেন, তেমনি চার্বাকদের দেহাত্মবাদকেও ত্যাগ করেছেন। প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণবাদী বৌদ্ধদের মতে, উপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই তা গ্রহণযোগ্য নয়। আবার চার্বাক প্রবর্তিত দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে জ্ঞান, প্রত্যভিজ্ঞা, স্মৃতি ও কর্মবাদের কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। বৌদ্ধগণ আরো বলেন, আমাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের কারণ কিন্তু এই দেহ। দেহের তাগিদে কামনা-বাসনা জন্মায়। আর কামনা-বাসনাই যাবতীয় দুঃখের কারণ। তাই দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হলে আত্মাকে দেহ ভিন্ন বলে স্বীকার করতেই হবে।

এছাড়া বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদ সমসাময়িক প্রচলিত দুটি চরমপন্থা মতবাদ, শাশ্বতবাদ (Eternalism) ও সর্ববৈনাশিকতাবাদ বা নাস্তিত্ববাদ(Nihilism) এর মধ্যবর্তী মতবাদ। শাশ্বতবাদ অনুসারে সত্তা (Being) হচ্ছে স্থায়ী, নিত্য ও অপরিবর্তনীয়। স্থায়ী দ্রব্যই সৎবস্তু। আর সর্ববৈনাশিকতাবাদ অনুসারে 'সত্তা' বলে কিছুই নেই। সবই অ-সত্তা। এই অ-সত্তাই সত্য। কিন্তু বৌদ্ধমতে, সত্তা আছে, তবে তা স্থায়ী দ্রব্যরূপে নেই, আছে কেবল পরিবর্তনের ধারা বা প্রবাহরূপে। বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিউমের আত্মা সম্পর্কিত মতের কিছুটা মিল লক্ষ্য করা যায়। আবার মনোবিদ্ জেমসও চেতনা প্রবাহকে 'আত্মা' বলেছেন।

আসলে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের দুটি দিক - একটি নঞর্থক, অপরটি সদর্থক। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত নঞর্থক দিকের আলোচনা করলাম। যদি আত্মা নিত্য শাশ্বত, সনাতন সত্তা না হয়, কিংবা চার্বাক স্বীকৃত দেহ আত্মা না হয়, তাহলে আত্মা কি ? এই প্রশ্নের উত্তরে বৌদ্ধ আত্মতত্ত্বের সদর্থক দিকের আলোচনা। প্রকৃতপক্ষে নৈরাত্ম্যবাদ বলতে আত্মা স্বীকৃত হয় না যে মতবাদে - তা কিন্তু বুঝলে ভুল হবে। আসলে বৌদ্ধগণ আত্মা অবশ্যই স্বীকার করেন। কিন্তু তথাকথিত সনাতনপন্থীরা যে অর্থে আত্মা কথাটিকে ব্যবহার করেন, সেই অর্থে এঁরা আত্মা কথাটিকে ব্যবহার করেন না। এঁরা জীব ও জড় জগতের যেকোন স্থায়ী সত্তাকে অস্বীকার করতে গিয়ে নৈরাত্ম্য কথাটি ব্যবহার করেন।

বৌদ্ধমতে, নিত্য আত্মারূপে কোন চেতনকর্তা বা জ্ঞাতা নেই। সদা পরিবর্তনশীল মানসিক অবস্থাসমূহের প্রবাহই আত্মা। অভিজ্ঞতায় আমরা কতকগুলি মানসিক অবস্থা - উষ্ণতা বা শীতলতা, আলো কিংবা অন্ধকার, সুখ কিংবা দুঃখ-এর সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। এতদতিরিক্ত কোন স্থায়ী আত্মার পরিচয় পাই না।

বৌদ্ধমতে, পরিবর্তনশীল দৈহিক ও মানসিক অবস্থা সমূহের সমষ্টি বা সংঘাতই হল আত্মা অর্থাৎ আত্মা হল নামরূপের সমাহার। এখানে নাম বলতে মানসিক অবস্থা ও রূপ বলতে দৈহিক অবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন, রথ যেমন চক্র, দণ্ড, অশ্ব, সারথি, রথি ইত্যাদির সমাহার বা সংঘাত; রথের বিশেষ কোন একটি অংশ যেমন রথ নয়, তেমনি আত্মা হল পঞ্চ স্কন্ধের সমাহার বা সংঘাত।

পঞ্চ স্কন্ধ হল ১) রূপস্কন্ধ বা দেহ, ২) বেদনাস্কন্ধ বা সুখ-দুঃখের অনুভূতি ৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ বা প্রত্যক্ষণ ইত্যাদি, ৪) সংস্কার স্কন্ধ বা রাগ-দ্বেষাদি পূর্ব অভিজ্ঞতাজাত প্রবণতা, ৫) বিজ্ঞানস্কন্ধ বা চৈতন্য। 'আত্মা' নামক সংঘাতের নির্মতা দৈহিক অবস্থা সমূহকে 'রূপ' ও বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান স্কন্ধকে একত্রে 'নাম' বলা হয়। তাই আত্মা প্রকৃতপক্ষে নামরূপ বা দেহমনের সংঘাত বা সমাহার ছাড়া আর কিছুই নয়। বুদ্ধদেবের এই মতবাদকে 'সংঘাতবাদ' বলা হয়। আসলে বৌদ্ধ অনাত্ম বা নৈরাত্ম্যবাদ ও সংঘাতবাদ একই সিদ্ধান্তের নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি দিক। নৈরাত্ম্যবাদে বলা হয়েছে আত্মা কি নয়, আর সংঘাতবাদে বলা হয়েছে আত্মা বলতে কি বোঝায়।

স্পষ্টতই, বৌদ্ধ দর্শনে দেহ-মনের পরিবর্তনশীল অবস্থাকেই আত্মারূপে স্বীকার করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত কোন স্থায়ী দ্রব্যরূপে আত্মা অস্বীকৃত হলেও পরিবর্তিত অবস্থা সমূহের মধ্যে এক ধারাবাহিকতা স্বীকৃত হয়েছে। বৌদ্ধমতে, জীবনের বিভিন্ন অবস্থাগুলি স্বতন্ত্র হলেও তাদের মধ্যে যোগসূত্র আছে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে - বাল্যাবস্থা, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য দশার মধ্যে কোন স্থায়ী আত্মা না থাকলেও এদের মধ্যে ধারাবাহিকতা বা যোগসূত্র আছে এবং তা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাল্য দশা থেকে কৈশোর, কৈশোর দশা থেকে যৌবন এবং যৌবন দশা থেকে বার্ধক্য উদ্ভূত হয়। পূর্বাবস্থা পরবর্তী অবস্থকে উৎপন্ন করা কালে পূর্বাবস্থার যাবতীয় সংস্কার পরবর্তী অবস্থায় সঞ্চারিত হয় এবং এইভাবেই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষিত হয়।

বুদ্ধদেব বিষয়টিকে একটি সহজ দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমাদের সহজ উপলব্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, সারারাত্রি ধরে জ্বলছে এমন একটি প্রদীপের বিভিন্ন সময়ের একাধিক অগ্নিশিখা থাকে এবং যেকোন মূহূর্তের অগ্নিশিখা অন্য মূহূর্তের অগ্নিশিখা থেকে পৃথক, যদিও তাদের একটি থেকে অপরটি উদ্ভূত। তারা কার্য-কারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। প্রতি মূহূর্তের অগ্নিশিখা তার পরমূহূর্তের শিখাকে উৎপন্ন করে শিখাগুলির মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন ধারার সৃষ্টি করে, তেমনি মানুষের জীবনের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও অনুরূপ একটি ধারাবাহিকতা আছে।

এখন প্রশ্ন হল বৌদ্ধ স্বীকৃত নৈরাত্ম্যবাদ কর্মবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা। প্রথমে কর্মবাদ কথাটির অর্থ অনুধাবন করা যাক। কর্মবাদ অনুসারে মানুষ মাত্রই কৃত কর্মের জন্য ফলভোগ করে। তবে সকল কর্ম সঙ্গে সঙ্গে ফলোৎপাদন করে না। কর্মফল অনেককাল পরেও উৎপন্ন হতে পারে। অনেক সময় অনুষ্ঠিত কর্ম সঙ্গে সঙ্গে ফলোৎপাদন না করে দীর্ঘস্থায়ী এক সূক্ষ্ম শক্তি উৎপন্ন করে। কর্মজনিত এই শক্তিকে 'ধর্ম' বা 'অদৃষ্ট' বলা হয়। এই অদৃষ্ট শক্তির জন্য সাধিত কর্ম তৎক্ষনাৎ ফলোৎপাদন না করে দীর্ঘকাল পরে - এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে কর্মফল উৎপন্ন করে। তবে এক্ষেত্রে স্থায়ী আত্মদ্রব্য স্বীকার করলে উক্ত কর্মবাদের সমাধান সম্ভব।

কিন্তু বৌদ্ধ স্বীকৃত নৈরাত্ম্যবাদের দ্বারা এই কর্মবাদের ব্যাখ্যা কিভাবে সম্ভব ? কারণ আমি যদি কোন সৎ বা অসৎ কর্ম করি, তাহলে আমাকেই সেই শুভ বা অশুভ কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। এটাই কর্মবাদের মূল বক্তব্য। কিন্তু আত্মা যদি একটি ক্ষণের বেশী স্থায়ী না হয়, অর্থাৎ কর্মে অনুষ্ঠাতা কর্তা-আত্মা, একটি ক্ষণের পরে বিনষ্ট হয়, তবে সে কর্মের ফলভোগ কে করবে ?

যদি ভিন্ন ক্ষণের অন্য একটি আত্মাকে পূর্বক্ষণের সৎ-আত্মার অনুষ্ঠিত ফল ভোগ করতে হয় তাহলে 'কৃতপ্রণাশা দোষ' অর্থাৎ কর্ম করার পর কর্তার বিনাশ ও 'অকৃতভ্যাগম দোষ' অর্থাৎ কর্মের কর্তা নয় যে, সেই কর্মের ফলভোগী দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে।

এর উত্তরে বৌদ্ধগণ নৈরাত্ম্যবাদের সঙ্গে কর্মবাদের সঙ্গতি দেখিয়ে বলেন, যে ব্যক্তি কর্ম করে; সে তার কর্মের ফলভোগ করার জন্য অপরিবর্তনীয় সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকে না। তবে কর্মের কর্তা-আত্মা ও কর্মফলভোগী-আত্মা যেমন এক নয়, তেমনি তারা সম্পূর্ণ ভিন্নও নয়। বৌদ্ধগণ বলেন, আত্মা প্রতিক্ষণে উৎপত্তি ও বিনাশশীল। যে আত্মা পূর্বকালীন কোন ক্ষণে কর্মের কর্তা, সে তার দ্বিতীয় পরবর্তী ক্ষণে বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি সদৃশ আত্মা উৎপন্ন করে এবং এভাবেই নতুন নতুন আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশের প্রবাহ চলে। কর্মকর্তা দ্বিতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন সদৃশ আত্মায়, কর্ম কর্তার কর্মের ফলটি বর্তায়। আর এভাবে একটি প্রবাহের [সন্তানের (series)] অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষণের আত্মায়, একটির পর অন্যটিতে, ক্রমিকভাবে কর্মকর্তার কর্মের ফলটিও (পাপ বা পূণ্য) বর্তায়।

বৌদ্ধমতে, স্থায়ী আত্মাবাদে এক একটি ‘সন্তান’ বা ‘প্রবাহ’-কেই স্থায়ী আত্মা বলে ভুল করা হয়। বৌদ্ধগণ আত্মার ‘অভিন্নতা’কে ‘ঐক্য’ (unity) বলেন না। তাঁরা বলেন, ধারাবাহিকতাই (continuity) ‘ঐক্য’। একই ‘প্রবাহে’র বিভিন্ন ব্যক্তির (member) ধারাবাহিকতাই সেই ‘প্রবাহ’ আত্মায় ঐক্য। এই ঐক্যের দ্বারা কর্মবাদের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বলে বৌদ্ধগণ মনে করেন। তাঁরা বলেন, কোনো প্রবাহের বিভিন্ন ব্যক্তি যেমন অভিন্ন নয়, তেমনি তারা একই প্রবাহের অন্তর্গত বলে, একেবারে ভিন্নও নয়। প্রথম প্রবাহের যে কোনও ব্যক্তি, দ্বিতীয় প্রবাহের যে-কোন ব্যক্তি থেকে যে অর্থে ভিন্ন, কোনও একটি প্রবাহের বিভিন্ন ব্যক্তি একে অন্য থেকে সে অর্থে ভিন্ন নয়।

এভাবেই, বিভিন্ন আত্মার ভেদ উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধগণ আরও বলেন, একই প্রবাহের কোন ক্ষণের ব্যক্তি তার পূর্বক্ষণের ব্যক্তির আইন সম্মত প্রতিনিধি। ফলে, একই প্রবাহের পূর্বক্ষণের ব্যক্তির কর্মের ফল, সেই প্রবাহের পরবর্তীক্ষণের কোনও ব্যক্তি ভোগ করতে পারে। একই প্রবাহের বিভিন্ন ক্ষণের ব্যক্তির যে ধারাবাহিকতা তারই সাহায্যে বৌদ্ধগণ কর্মবাদ স্বীকারের যৌক্তিকতা দেখান। বৌদ্ধগণ আত্মার স্থির ঐক্য স্বীকার না করলেও ‘প্রবাহরূপ ঐক্য’ মেনেছেন। প্রবাহের প্রবাহমানতারূপ ঐক্য থাকায়, কর্মবাদ সম্পর্কে সকল আপত্তির সমাধান হয়ে যায় বলেও বৌদ্ধগণ মনে করেন।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ